



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, সপ্তম সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ১৫, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২

রেল প্রসারে ৪৪২ কোটির অনুমোদন

নয়াদিগ্লি: পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রেল চলাচলের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে মোট ৪৪২ কোটি অনুমোদন করল ভারতীয় রেল। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা প্রান্ত ও জয়চণ্ডীপাহাড়ের মধ্যে ১১ কিলোমিটার বাইপাস লাইন নির্মাণে ২৭২ কোটি এবং উত্তর রেলের মোরাদাবাদ ডিভিশনের অবশিষ্ট ৭১২ রুট কিলোমিটারে কবচ ৪.০ স্থাপনে ১৭০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।

আদ্রা-জয়চণ্ডীপাহাড়-সাঁকা বাইপাস লাইন প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যমান রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য পৃথক পথ এবং তৃতীয় লাইনের সঙ্গে দ্বিমুখী সংযোগ তৈরি হবে। এর ফলে আদ্রা-জয়চণ্ডীপাহাড় অংশে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিচালনগত বাধা এবং সারফেস-ক্রসিংয়ের কারণে তৈরি হওয়া বিলম্ব কমানো সম্ভব হবে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট অংশে বর্তমান নেটওয়ার্কের ব্যবহার প্রায় ৭১ শতাংশ। পণ্যবাহী ট্রেনের গতিও বিভিন্ন সারফেস-ক্রসিংয়ের কারণে প্রভাবিত হচ্ছে। নতুন বাইপাস চালু হলে এই সমস্যা কমার পাশাপাশি ভবিষ্যতের অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণের চাপ সামলানো সহজ হবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে অতিরিক্ত ৮.৮৮ এমটিপিএ পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা তৈরি হবে। জয়চণ্ডীপাহাড়-আদ্রা অংশের বর্তমান লাইন সক্ষমতা ৪৭.৫০ শতাংশ থেকে ২০২৮-২৯ সালের

দ্বিতীয় পাতায়

এসসিও সম্মেলনে নিরাপত্তা, সুযোগ সহ একাধিক বিষয়ের ওপরে জোর

বিশ্বকেক: কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বিশকেকে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র ২৬তম রাষ্ট্রপ্রধান পরিষদের বৈঠকে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর এসসিও-র ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীও পালিত হচ্ছে। সম্মেলনে সংগঠনের আগামী ২৫ বছরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভকে আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। এসসিও-র ২৫তম বর্ষকে আগামী ২৫ বছরের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরির উপযুক্ত সময় হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। গত শীর্ষ সম্মেলনে ভারত যে নিরাপত্তা, সংযোগ ও সুযোগ—এই তিনটি স্তরের কথা তুলে ধরেছিল, সেগুলিকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দেওয়ার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

সংঘাতের সমাধানে ভারতের অবস্থানও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, যুদ্ধের ময়দানে কোনও সংঘাতের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়; সংলাপ ও কূটনীতিই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে মানবতার জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে সন্ত্রাসের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য দৃঢ় ও সমন্বিত পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও ধরনের দ্বৈত মানদণ্ড গ্রহণযোগ্য নয় বলেও স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। ইউরেশিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে আফগানিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতার

দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এমন সংযোগ উদ্যোগকে সমর্থন করে ভারত, যা বিভিন্ন বাজারকে যুক্ত করবে, বাণিজ্য বাড়াবে এবং উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। তবে এই ধরনের উদ্যোগকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির

সভাপতিত্বে যুবসমাজের অংশগ্রহণের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার প্রশংসা করেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের শেষ দিকে এসসিও সভ্যতা সংলাপ ফোরাম-এর



প্রথম সংস্করণ আয়োজন করতে ভারত আগ্রহী। সদস্য দেশগুলির মধ্যে সভ্যতাগত আদানপ্রদান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটিকে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বকেক ঘোষণা-র পাশাপাশি চারটি সমঝোতাপত্র এবং ২০টিরও বেশি সিদ্ধান্ত ও বিবৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, পারমাণবিক নিরাপত্তা, শক্তি সংরক্ষণ এবং মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো বিভিন্ন বিষয় এই সিদ্ধান্তগুলির অন্তর্ভুক্ত। এসসিও-র বিশ্বকেক ঘোষণায় ভারতের নেতৃত্বে বা সমর্থনে নেওয়া একাধিক উদ্যোগও স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে এসসিও সনদে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, সভ্যতা সংলাপ ফোরাম, তরুণ বিজ্ঞানী ফোরাম এবং তরুণ লেখক সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে বলেও তিনি জানান। প্রযুক্তি, উদ্যোগ, উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ এবং মানুষ-মানুষে যোগাযোগের মাধ্যমে এসসিও-ভুক্ত দেশগুলির নাগরিকদের জন্য বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। কিরগিজস্তানের

সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে এসসিও-র সদস্য দেশগুলির সঙ্গে যৌথ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ভবিষ্যতেও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে তিনি জানান।

দেশের প্রথম মহিলা এয়ার ভাইস মার্শাল শক্তি শর্মা

নয়াদিগ্লি: ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস তৈরি করলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মার্শাল শক্তি শর্মা। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চিকিৎসা শাখার বাইরে প্রথম মহিলা আধিকারিক হিসেবে তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল বা সমমর্যাদার দ্বি-তারকা পদে উন্নীত হয়েছেন। ১ সেপ্টেম্বর তিনি এয়ার হেডকোয়ার্টার্সে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অব দ্য এয়ার স্টাফ (এডুকেশন)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালের ১৮ জুন ভারতীয় বায়ুসেনার এডুকেশন ব্রাঞ্চে কমিশনপ্রাপ্ত শক্তি শর্মার তিন দশকেরও বেশি দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ফিল্ড স্টেশন, কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স এবং এয়ার



হেডকোয়ার্টার্সে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কর্মজীবনে শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। আইআইটি কানপুর এবং পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইএএফ চেয়ার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ভারতীয় বায়ুসেনার শিক্ষাগত ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও জোরদার করার উদ্যোগ

নেওয়া হয়। শক্তি শর্মার কর্মজীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল সৈনিক স্কুলের প্রথম মহিলা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ত্রিবাহিনীর মধ্যে তিনিই প্রথম মহিলা আধিকারিক, যিনি একটি সৈনিক স্কুলের কমান্ড গ্রহণ করেন। কাপুরথলা সৈনিক স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এয়ার ভাইস মার্শাল পদে তাঁর উন্নীত হওয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মহিলা আধিকারিকদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর নেতৃত্ব, শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে অবদান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা নতুন দায়িত্বে বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনি দশকেরও বেশি সময় ধরে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এয়ার ভাইস মার্শাল শক্তি শর্মার এই ঐতিহাসিক পদোন্নতি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দিকও উন্মোচন করল। তাঁর এই সাফল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মহিলা আধিকারিকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। পাশাপাশি সেনা বিভাগে নারী ক্ষমতায়নের দিকটিকেও তুলে ধরছে- অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

জিডিপি বৃদ্ধিতে আত্মনির্ভরতার বার্তা পিএম'র

নয়াদিগ্লি: আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, সংঘাত এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে একের পর এক বাধার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতির ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধিকে দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল বলে অভিহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই সাফল্যের জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান এবং অর্থনীতির এই গতি ধরে রাখতে স্বদেশি ও আত্মনির্ভরতার উপর আরও জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারির পর থেকে বিশ্বজুড়ে স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। যুদ্ধ, সংঘাত ও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থায় নানা ধরনের বিঘ্ন তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও ভারতীয় অর্থনীতি যে ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করেছে, তার পিছনে দেশের মানুষের সম্মিলিত সংকল্প ও পরিশ্রম রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ এবং ভারতের উন্নত অর্থনীতির লক্ষ্যের সঙ্গে আত্মনির্ভরতার বিষয়টিকে যুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ১০০তম বছরে দেশকে উন্নত ভারত হিসেবে গড়ে তুলতে এখন থেকেই নিরন্তর পরিশ্রম করতে হবে। তিনি দেশের মানুষকে দেশীয় পণ্য ও পরিষেবার ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনীতির ভিত আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে বিদেশে বেড়াতে যাওয়া, বিদেশে বিয়ে আয়োজন এবং প্রয়োজন না থাকলে সোনা কেনার প্রবণতা নিয়েও সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী।

দ্বিতীয় পাতায়

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে চিনি মজুতের উধ্বসীমা কমবে

নয়াদিগ্লি ও কলকাতা: বাজারে চিনির কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি রুখতে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশজুড়ে চিনি ব্যবসায়ীদের মজুত রাখার সর্বোচ্চ সীমা ৪,০০০ কুইন্টাল থেকে কমিয়ে ২,০০০ কুইন্টাল করা হয়েছে। নতুন এই নিয়ম ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বর্তমানে ১ অগস্ট থেকে চিনি ব্যবসায়ীদের প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না। একই সঙ্গে দেশের যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময়ে তাঁর মোট মজুত ২,০০০ কুইন্টালের বেশি হতে পারবে না। তবে কলকাতা এবং তার বর্ধিত মহানগর এলাকায় মজুতের সর্বোচ্চ সীমা ৪,০০০ কুইন্টালই রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের যুক্তি, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় চিনি আসে এবং সেখান থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। ফলে এই অঞ্চলের নির্দিষ্ট বাজার চাহিদার কথা বিবেচনা করে কলকাতার ক্ষেত্রে আগের সীমাই বহাল রাখা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, নতুন এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল মজুতদারি, জল্পনাভিত্তিক বাণিজ্য এবং অতিরিক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণ করা। এর ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলে চিনির স্বাভাবিক চলাচল বজায় থাকবে এবং যুক্তিসঙ্গত দামে গ্রাহকদের কাছে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চিনির বাজার পরিস্থিতির উপর নজরদারি জোরদার করেছে সরকার। দেশজুড়ে চিনি কল, ডিলার এবং ব্যবসায়ীদের মজুতের শারীরিক যাচাই করা

হচ্ছে। এই অভিযানে কোথাও অতিরিক্ত মজুত, মজুতের তথ্য গোপন করা এবং চিনি বিক্রি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়মের মতো বিষয় চিহ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বাজারে সরবরাহ পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সম্প্রতি এক্স-মিল চিনির দাম প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে। খুচরো বাজারেও দামের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনে এক্স-মিল দামের এই পতনের প্রভাব খুচরো বাজারেও পড়বে বলে আশা করছে সরকার। চিনির মজুতের উপর নজরদারি আরও কার্যকর করতে খাদ্য ও গণবর্ধন দফতরের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিয়মিত মজুতের তথ্য ঘোষণা ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে চিনি কল, ডিলার ও ব্যবসায়ীদের মজুতের শারীরিক যাচাই অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রের বক্তব্য, বাজারে পর্যাপ্ত চিনি মজুত রাখা, সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল রাখা এবং দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই এই পদক্ষেপগুলির উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে প্রকৃত ব্যবসা ও বিতরণ ব্যবস্থায় যাতে অমথা বিঘ্ন না ঘটে, সে বিষয়টিও নজরে রাখা হবে। এদিন, পশ্চিমবঙ্গের জেলা শহরগুলিতে চিনির দাম কেজি প্রতি ছিল ৬৫টাকা। তবে কেন্দ্রের আশ্বাসে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ইতিমধ্যেই শুভেন্দু নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। আড়তগুলিতে তল্লাশিও চালানো হচ্ছে। অস্বাভাবিক চিনির দাম যাতে ক্রেনতার গলায় ফাঁস নাহয়, তা নিশ্চিত করার কাজ চলছে। সরকার আশাবাদী কয়েকদিনের মধ্যেই চিনির দাম হ্রাস পাবে।

সম্পাদকীয়

চাকরির বাজার বদলাচ্ছে। একদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বহু প্রচলিত কাজকে দ্রুত স্বয়ংক্রিয় করে তুলছে, অন্যদিকে সেই প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে নতুন কাজের ক্ষেত্র। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির একটি হল—এআইকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারার দক্ষতা নিজেই অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ আগামী দিনে এআই প্রস্পট শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি কৌশল নয়, রোজগারের বিকল্প পথও হয়ে উঠতে পারে। এআই-এর কাছে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু কাজি ক্ষত, নির্ভুল এবং ব্যবহারযোগ্য উত্তর পাওয়া যায় না সব সময়। একটি ব্যবসার জন্য বিপণন পরিকল্পনা, একটি সংবাদমাধ্যমের জন্য কনটেন্ট, একজন শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ পরিকল্পনা, একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য রিপোর্ট, কিংবা কোনও শিল্পীর জন্য ছবি তৈরির নির্দেশ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রস্পটের ধরন আলাদা। কী চাই, কোন চাই, কোন তথ্য দিতে হবে এবং কীভাবে ফলাফলটি পাওয়া গেলে তা বাস্তবে কাজে লাগবে—এই চারটি বিষয় বুঝে নির্দেশ তৈরি করাই আসল দক্ষতা। ধরা যাক, একটি ছোট ব্যবসা সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতে চায়। তার পক্ষে আলাদা কনটেন্ট রাইটার, ডিজাইনার এবং বিপণন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু একজন দক্ষ এআই-প্রস্পট ব্যবহারকারী ব্যবসাটির প্রয়োজন বুঝে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন, যার মাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞাপনের লেখা, পোস্টের পরিকল্পনা, গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর কিংবা প্রচারের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরি করা যায়। একইভাবে স্কুল-কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসা-প্রশাসন, হিসাবরক্ষণ, ই-কমার্স বা পর্যটন ব্যবসার জন্যও নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী প্রস্পট এবং এআই-ভিত্তিক

ওয়াক্‌ফ্লো তৈরি করার প্রয়োজন বাড়তে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রস্পট বিক্রি মানেই কয়েকটি বাক্য লিখে বিক্রি করা নয়। ভবিষ্যতের বড় সুযোগ সম্ভবত থাকবে সমস্যার সমাধান হিসেবে প্রস্পট তৈরি করার মধ্যে। কোনও সংস্থার কাজের ধরন বুঝে তার জন্য কাস্টম প্রস্পট তৈরি করা, কর্মীদের এআই ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বারবার করা কাজকে এআই-নির্ভর ব্যবস্থায় নিয়ে আসা, নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রস্পট লাইব্রেরি তৈরি করা—এসবই পরিষেবা হিসেবে বিকশিত হতে পারে। বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের জগতে এর সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য। একজন তরুণ হয়তো বড় কোনও সংস্থায় চাকরি না পেয়েও নির্দিষ্ট দক্ষতা নিয়ে ছোট ব্যবসা বা পেশাজীবীদের জন্য এআই-ভিত্তিক পরিষেবা দিতে পারেন। স্থানীয় ভাষায় কনটেন্ট তৈরি, বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলা কাজের সহায়তা, বিজ্ঞাপনের কপি, শিক্ষামূলক সামগ্রী, গবেষণার প্রাথমিক কাঠামো, তথ্য শ্রেণিবিন্যাস—এমন বহু কাজের জন্য ছোট পরিসরে পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে এখানেই একটি সতর্কবার্তাও রয়েছে। শুধু ‘প্রস্পট ইঞ্জিনিয়ার’ নামটি জানলেই ভবিষ্যতের চাকরি নিশ্চিত হবে না। এআই যত উন্নত হবে, সাধারণ পুনরাবৃত্তিমূলক প্রস্পটের মূল্য তত কমতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে মূল্যবান হবে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান এবং এআই ব্যবহারের দক্ষতার সমন্বয়। একজন সাংবাদিক যদি সাংবাদিকতার সঙ্গে এআই জানেন, একজন আইনজীবী যদি আইনের সঙ্গে এআই জানেন, একজন শিক্ষক যদি শিক্ষাবিদ্যার সঙ্গে এআই জানেন—তাদের দক্ষতার মূল্য শুধু ‘প্রস্পট লেখক’-এর তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। আগামীর রোজগার হয়তো ‘কী কাজ জানি’ তার ওপর আর নির্ভর করবে না।

ঝাড়গ্রামে ম্যাস্জানিজ-এর খোঁজে যৌথ সমীক্ষা

কলকাতা: ঝাড়গ্রাম জেলায় সম্ভাব্য ম্যাস্জানিজ আকরিক থাকতে পারে এমন এলাকাগুলিতে খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে যৌথ রিকনোসাঁস সমীক্ষা ও ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনের অনুমোদন দিল পশ্চিমবঙ্গের খনি ও খনিজ দফতর। দফতরের তরফে মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এমওআইএল) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে পাঠানো চিঠিতে এই সমীক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন সম্ভাব্য ম্যাস্জানিজ-বহনকারী এলাকায় যৌথভাবে প্রাথমিক অনুসন্ধান ও মাঠপর্যায়ের তদন্ত চালানোর প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে অনুমোদন করেছে। সেই অনুযায়ী এমওআইএলকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জিএসআই), ইন্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস (আইবিএম) এবং রাজ্যের ডিরেক্টরেট অব মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস (ডিএমএম)-এর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত সমীক্ষার উদ্দেশ্য ঝাড়গ্রাম জেলার সম্ভাব্য ম্যাস্জানিজ-বহনকারী এলাকাগুলির ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্ভাবনা প্রাথমিকভাবে যাচাই করা এবং ভবিষ্যতে সেখানে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধানের উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা। এই যৌথ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থার আধিকারিক এবং ভূতত্ত্ববিদরা মাঠপর্যায়ের পরিদর্শনে অংশ নেবেন। চিঠিতে জিএসআই এবং আইবিএমকে উপযুক্ত আধিকারিক বা জিওলজিস্ট মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের খনি ও খনিজ দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও মাঠপর্যায়ের তদন্তে অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার কথা বলা হয়েছে। এমওআইএলকেও সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থার মনোনীত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যৌথ সমীক্ষার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সময়সূচি চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে যৌথ ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা শেষ হওয়ার

পর তার ফলাফল সংকলন করে এমওআইএল-এর মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সম্ভাবনাময় এলাকাগুলিতে পরবর্তী পর্যায়ের অনুসন্ধান চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঝাড়গ্রামে এই ধরনের সমন্বিত খনিজ অনুসন্ধানের উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, কোনও এলাকায় খনিজের সম্ভাবনা থাকলেই সরাসরি বাণিজ্যিক উত্তোলন শুরু করা যায় না। প্রথমে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, খনিজের উপস্থিতি ও বিস্তার, আকরিকের গুণমান এবং সম্ভাব্য মজুত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। বর্তমান যৌথ সমীক্ষা সেই প্রাথমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে এই নথিতে এখনও ঝাড়গ্রামে ম্যাস্জানিজের বাণিজ্যিক মজুত নিশ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়নি। বরং সম্ভাব্য ম্যাস্জানিজ-বহনকারী এলাকাগুলি চিহ্নিত করে অনুসন্ধানের পরবর্তী ধাপের জন্য তথ্য সংগ্রহই এই পর্যায়ের মূল লক্ষ্য। ফলে সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরই জেলার খনিজ সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। এমওআইএল, জিএসআই, আইবিএম এবং রাজ্যের খনি ও খনিজ দফতরের সমন্বয়ে এই উদ্যোগ সফল হলে ঝাড়গ্রামের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে এবং ভবিষ্যতে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রসঙ্গত, ম্যাস্জানিজের সম্ভাব্য ভাণ্ডার ঘিরে এই অনুসন্ধান পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনাকেও নতুন মাত্রা দিতে পারে। দেশে ইস্পাত ও ধাতুভিত্তিক শিল্পে ম্যাস্জানিজের গুরুত্ব থাকায় ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক মজুতের প্রমাণ মিললে ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে খনিজভিত্তিক শিল্প, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো বিকাশের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এতে স্থানীয় কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত হবে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হতে পারে।

শুরু মার্কিন হামলা

তেহরান: ছয় মাস ধরে চলা আমেরিকা-ইরান সংঘাত ফের সরাসরি সামরিক লড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছে। মঙ্গলবার ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এর আগে সপ্তাহান্তে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার পর সোমবার হরমুজ প্রণালিতে দুটি তেলবাহী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহ নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা নাগাদ ইরানে ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি-র বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা শুরু করে মার্কিন বাহিনী। হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ এবং ওই অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে আইআরজিসি-র সাম্প্রতিক হামলার চেষ্টার পর এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে ওয়াশিংটনের দাবি। মার্কিন হামলার পর ইরানের কেশম দ্বীপ, বন্দর আব্বাস, চাবাহার, জাস্ক ও সিরিক এলাকায় বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ ইরানের জিরোফ্টে একটি অসামরিক বিমানবন্দরেও মার্কিন হামলা হয়েছে বলে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে। তবে নতুন হামলার পূর্ণ পরিসর এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এখনও স্পষ্ট নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরান পাল্টা হামলা চালালে আরও কঠোর ও শক্তিশালী আঘাত হানা হবে। অন্যদিকে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন মার্কিন হামলার জন্য ওয়াশিংটনকে মূল্য দিতে হবে। এই উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে। হরমুজ

প্রণালি দিয়ে স্বাভাবিক সময়ে বিশ্বের মোট অপরিিশোধিত তেল ও গ্যাস পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ এবং দামের উপর চাপ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নতুন মার্কিন হামলার খবর প্রকাশ্যে আসার পর ব্রেন্ট অপরিিশোধিত তেলের দামও দ্রুত বেড়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরান ও আমেরিকার সংঘাত মূলত সামরিক লড়াইয়ের পরিবর্তে অর্থনৈতিক চাপ ও অবরোধের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ওয়াশিংটন ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করার পাশাপাশি ইরানের তেল কেনা দেশগুলির বিরুদ্ধেও ‘সেকেন্ডারি সাংশন’ বা গৌণ নিষেধাজ্ঞা জারির উদ্যোগ নিয়েছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরানের অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদের তেল রফতানি বন্ধ করার চেষ্টা করা হলে পারস্য উপসাগর থেকেও অন্য কোনও দেশের তেল রফতানি সহজ হবে না। ফলে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে নতুন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার সংকট তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সিরিয়ার পরমাণু কর্মসূচির পুরনো অধ্যায়ও। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিরিয়ায় অতীতে ঘোষণার বাইরে থাকা পরমাণু কার্যকলাপ নিয়ে তাদের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৭ সালে ইসরায়েল সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের দেইর আল-জোর এলাকায় একটি গোপন স্থাপনায় হামলা চালিয়েছিল। আইএইএ-র রিপোর্টে সেটিকে নিম্নীয়মাণ পরমাণু চুল্লি হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই

পরমাণু কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত এলাকায় প্রায় ৭৩ মেট্রিক টন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় ৫৫ টন ছিল জ্বালানি রডের আকারে। সিরিয়ার নতুন কর্তৃপক্ষ আইএইএ-কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রবেশাধিকার দেওয়ায় সংস্থাটি আগের বহু প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করতে পেরেছে। সংশ্লিষ্ট পরমাণু উপাদান বর্তমানে আইএইএ-র নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। সিরিয়া নিয়ে আইএইএ-র তদন্তে অগ্রগতি হলেও ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলিতে হামলার পর আইএইএ-র পরিদর্শকরা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি স্থাপনায় ফিরতে পারেননি। হামলার আগে ইরানের কাছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের প্রায় ৪৪০.৯ কিলোগ্রাম মজুত ছিল বলে আইএইএ-র হিসাব। এই উপাদানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকাকে পরমাণু অস্ত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ হিসেবে দেখছে সংস্থাটি। তবে কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান সোমবার কিরঘিজস্তানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে জানান, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কারও স্বার্থে নয়—ইরান, পশ্চিম এশিয়া বা বিশ্বের কোনও পক্ষেরই নয়। আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতের সমাধানের পক্ষে তেহরানের অবস্থানও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। এর আগে জুন মাসে সংঘাত বন্ধ করে আলোচনার পথ তৈরি করার জন্য একটি সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মতৈক্য না হওয়ায় নির্ধারিত ৬০ দিনের আলোচনাপর্বও স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি। এখন নতুন করে মার্কিন হামলা এবং ইরানের পাল্টা হুঁশিয়ারি সেই কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

রেল প্রসারে

প্রথম পাতার বাকি অংশ
মধ্যে ৫৬.৪৫ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৬.০৬৫টি পণ্যবাহী রেক চলাচলের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। সেল-এর ২৩.৪০ এমটিপিএ লৌহ আকরিকের চাহিদা এবং বিসিসিএলের প্রতিদিন ৪৫টি রেকের সম্ভাব্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও এই বাইপাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ভারতীয় রেলের চিহ্নিত এনার্জি, মিনারেল অ্যান্ড সিমেন্ট করিডর-এরও অংশ এই প্রকল্প। এর ফলে কয়লা, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট এবং অন্যান্য শিল্পপণ্যের পরিবহণ আরও মসৃণ করার সুযোগ তৈরি হবে। অন্যদিকে, মোরাদাবাদ ডিভিশনের অবশিষ্ট ৭১২ রুট কিলোমিটারে কবচ ৪.০ স্থাপনের জন্য ১৭০ কোটি অনুমোদন করা হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (এটিপি) ব্যবস্থা হিসেবে কবচ ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কবচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিগন্যাল পাসিং অ্যাট ডেঞ্জার (এসপিএডি)-এর ঝুঁকি কমানো, প্রয়োজন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ, সংকটজনক পরিস্থিতিতে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমানোর মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা যায়। মোরাদাবাদ ডিভিশনের এই প্রকল্প ভারতীয় রেলের বৃহত্তর কবচ সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশ। এর মাধ্যমে রেলপথের সিগন্যালিং ও ট্রেন-সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে।

সময়সীমা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি: জাতীয় মেধা ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের বৃত্তি প্রকল্প বা ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ স্কিম (এনএমএমএসএস)-এর ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের আবেদনের সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। নির্বাচিত মেধাবী পড়ুয়ারা এখন ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল বা এনএসপি-তে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, আবেদনের পাশাপাশি যাচাইয়ের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০২৬।

আত্মনির্ভরতার বার্তা

প্রথম পাতার বাকি অংশ
প্রবাহ বাড়ানো এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রেও সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে হবে এবং আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে আরও এগোতে হবে। দেশের যুবসমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সকলকে আরও বেশি পরিশ্রম করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের উপরও আস্থা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের নীতিগুলি সঠিক এবং তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সেই কারণেই দেশ উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে তিনি দাবি করেন। একই সঙ্গে নেতিবাচক প্রচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের মধ্যেও ভারত তার অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি

পেয়েছে। আগের ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬ শতাংশ। অর্থাৎ আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমলেও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিধি অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা এবং জ্বালানী বজায় আশ্বিনের মধ্যে এই বৃদ্ধিকে প্রত্যাশার তুলনায় শক্তিশালী ফলাফল হিসেবেই দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তাই একদিকে যেমন অর্থনীতির বর্তমান শক্তির উপর আস্থার বার্তা রয়েছে, তেমনই ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে দেশীয় উৎপাদন, আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে, প্রধানমন্ত্রী বারবারে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার ওপরে জোর দিয়েছেন। এদিনের বক্তব্যেও সেই একই অভিমুখ ধরা পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে লাগাতার সংকেত হলে উল্লেখ্য করেন তিনি। উল্লেখ্য, দেশের শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই, ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত জিডিপি বৃদ্ধি করতে পারছে বলেই অভিমত অর্থনীতিবিদদের একাংশের।

ক
মি
ক্স



শমিত

সুগারের আলু...